দৈনিক খবর

54

তারিখ ... 21 MAR 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

প্রসঙ্গ ঃ উপাচার্যের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের কথাটি লক্ষ্য করার মতো। দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ থাকতে পারে না। আবার খোলার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন- তাঁর দুটো কথাই ঠিক। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলে পড়াশুনা নষ্ট হয়। মূল্যবান সময়ের অপচয় ঘটে। অভিভাবকদের খরচ বেড়ে যায়। উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে না। সরকারী চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এ ছাড়াও নানা বিরূপতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পক্ষান্তরে, বিশ্ববিদ্যালয় খোলার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রয়োজন। মা-বাবা লাশ হয়ে ঘরে ফেরার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায় না। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীরাও ছাত্র-ছাত্রীর রক্ত ও লাঞ্ছনা দেখতে তৈরী নয়। কোন ছাত্র হতাহত হলে কিংবা ছাত্রী লাঞ্ছিতা হলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রাণে বাজে। হাহাকার করে উঠে তাদের মন। আর উঠে বলেই উপাচার্যের বক্তব্যটি লক্ষ্য করার মত। কিন্তু প্রশ্ন হলো, কে নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের একক কোন ক্ষমতা নেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করার। এর জন্য প্রয়োজন সরকার এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সহযোগিতা। প্রতিটি ছাত্র সংগঠনই কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত। কোন্ দলের সমর্থক কোন্ ছাত্র সংগঠনের কাছে কত অস্ত্র আছে তা কারো অজানা নয়। গত দু'তিন বছরের রক্তারক্তি কাণ্ডকারখানার ভেতর দিয়ে বিষয়টি এখন স্পষ্ট। কোন কোন ক্ষুদ্র ছাত্র সংগঠনের কর্মীর হাতে যত অস্ত্র রয়েছে বড় সংগঠনের হাতেও তা নেই। সব অস্ত্র ছাত্রদের মা-বাবা কিনে দেয়, ভাবা যায় না। আবার ছাত্ররা কিনে তাও ঠিক নয়। কারণ, এক একটা পিস্তলের দাম পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোন ছাত্রের পক্ষেই এতো উচ্চ মূল্যের অস্ত্র কেনা সম্ভব নয়। মা-বাবা এমন পয়সাও দেন না, যার সাহায্যে বোমা তৈরীর বারুদ কেনা যেতে পারে। অথচ দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হলে এগুলোর বহুল ব্যবহার দেখা যায়। প্রশ্ন হচ্ছে, এগুলো আসে কোথা হতে? সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দলগুলোর তা অজানা থাকার বিষয় নয়, আর নয় বলেই আমরা মনে করি, এ ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।

মানুষ নামক জীব যতদিন থাকবে, দেশে ততোদিন রাজনীতিও থাকবে। এ রাজনীতি দু-প্রকারের হতে পারে- সুস্থ ও অসুস্থ। সুস্থ রাজনীতি অস্ত্রকে প্রশ্রয় দেয় না। সত্যিকারভাবে গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী ছাত্র সমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এ কাজ তারাই করেন বেশী- যারা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নন। আমরা মনে করি দেশের স্বার্থেই অনিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির অবসান হওয়া উচিত। কারণ, এ রাজনীতির পথ সর্পিল ও ভয়ংকর। অস্ত্র সম্বল করে যারা ক্ষমতায় আসতে চান বা টিকতে চান তাদের প্রস্থানের পথও সেভাবেই লেখা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কিছুকাল যাবৎ বন্ধ। আগামী ২৭/২৮ তারিখ রোজা শুরু হতে যাচ্ছে। গত বছর রোজার প্রায় অর্ধেক সময় বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখা হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল যে, এবারও তাই হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার ভেতর দিয়ে বহু আগেই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। এখনো তাই আছে। এর অবসান ঘটানোর জন্য সকল মহলেরই চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। কারণ, ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার ক্ষতি শুধু তাদের ক্ষতি নয়, জাতির ক্ষতি।